সমকাল

তারিখ 02 FEB 2016
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... 2 ...

সরিষাবাড়ীতে এসএসসি পরীক্ষা দেরিতে শুরু হওয়ায় বিক্ষোভ

দুই শিক্ষক সাসপেন্ড

■ সরিষাবাড়ী (জামালপুর) সংবাদদাতা

জামালপুরের সরিষাবাড়ী পাইলট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্রে আধাঘন্টা পরে পরীক্ষা শুরু হওয়ায় বিক্ষোভ করেছে পরীক্ষার্থীরা। এ ঘটনায় কেন্দ্র সচিব সৈয়দ আবদুর রউফ অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিন সোমবার বাংলা প্রথম পত্রের পরীক্ষা শেষে এ ঘটনা ঘটে। ইউএনও ফ্লোরা বিলকিস জাহান ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন। এ ঘটনায় কক্ষ পরিদর্শক আবদুল্লাহেল বাকী ও খোরশেদ আলম নামে দুই শিক্ষককে সাময়িক বহিষ্কার এবং কেন্দ্র পরিবর্তন করা হয়েছে।

সরিষাবাড়ী পাইলট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্রের ৩০২নং কক্ষে সালেমা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও আরইউটি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪২ পরীক্ষার্থী ছিল। কক্ষের পরিদর্শক ছিলেন সেঙ্গুয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আবদুল্লাহেল বাকী ও ব্যারিস্টার আবদুস সালাম তালুকদার উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক খোরশেদ আলম। সকাল ১০টায় পরীক্ষা শুরুর নির্দেশ থাকলেও ওই কক্ষের পরীক্ষার্থীদের হাতে কক্ষ পরিদর্শকরা প্রায় আধাঘণ্টা পর প্রশ্নপত্র দেন। কক্ষ পরিদর্শক তাদের বাড়তি সময় দেওয়া হবে বলে পরীক্ষার্থীদের শান্ত করেন। দুপুর ১টায় যথাসময়ে পরীক্ষা শেষ হলে তাদের বাড়তি সময় না দেওয়ায় পরীক্ষার্থীরা কান্নায় ভেঙে পড়ে। খবরটি অভিভাবকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। পরে অভিভাবক ও পরীক্ষার্থীদের কাছে পাইলট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ কেন্দ্র সচিব সৈয়দ আবদুর রউফ অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফ্লোরা বিলকিস জাহান ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা গোলাম ইলাহি আখন্দ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন।

সালেমা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নাফিসা, রুবাইয়া, মাহমুদাসহ পরীক্ষার্থীরা জানায়, কক্ষ পরিদর্শককে অনেকবার অনুরোধ করা হলেও তিনি যথাসময়ে তাদের হাতে প্রশ্নপত্র দেননি। এতে সময়ের অভাবে তাদের সব প্রশ্নের উত্তর পুরোপুরি দেওয়া সম্ভব হয়নি। অনেক পরীক্ষার্থীকে ফেল করতে হবে বলেও তাদের আশঙ্কা। কেন্দ্র সচিব সৈয়দ আবদুর রউফ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'ঘটনাটি অনাকাঙ্ক্ষিত। পরীক্ষার শুরুতে কেউ অভিযোগ জানালে এমনটা আর হতো না।' উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফ্লোরা বিলকিস জাহান বলেন, দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।